



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

16 October 2026 / 5 Jamadilawal 1448H

ইসলাম ও প্রতিবেশীর প্রতি সৌজন্যবোধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. اَشْهَدُ اَنْ
لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ. اَمَّا بَعْدُ،
فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ. قَالَ تَعَالٰى فِي التَّنْزِيلِ: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا
اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

হে সম্মানিত মুমিন মুসল্লিগণ,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের প্রতি তাঁর রহমত নাজিল করুন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সকল আদেশ পালন এবং তাঁর সকল নিষেধ থেকে বিরত থাকার
মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করি। তিনি আমাদেরকে তাঁর সেই সকল বান্দার অন্তর্ভুক্ত
করুন, যারা তাঁর দ্বীনের ওপর অবিচল থাকে।

আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

জুম্মায় আগত সম্মানিত মুসল্লিগণ,

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম শিক্ষা হলো প্রতিবেশীর প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তাদের হক আদায় করা। মহানবী (সা.) বলেছেন:

“জিবরাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে বারবার উপদেশ দিতে থাকলেন। এমনকি আমার মনে হলো, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্ধারণ করে দেবেন।” (সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি কেন সদাচরণ করা উচিত? কেন মহান আল্লাহ প্রতিবেশীর প্রতি উত্তম আচরণকে আমাদের ঈমানের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন?

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সূরা আন-নিসার ৩৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

* وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম (অনাথ), অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী (সাথী), মুসাফরীন (পথচারী) এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালবাসেন না, যে অহংকারী, দাঙ্কিক।

সম্মানিত মুসল্লিগণ,

মহান আল্লাহ মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের পরিবারের বাইরে আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি কারা বসবাস করেন? তাঁরা হলেন আমাদের প্রতিবেশীরা।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বজ্ঞ। আমাদের হৃদয়কে কীভাবে লালন করতে হয় এবং কীভাবে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে ওঠে, সে সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক অবগত। তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় তিনি প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করা এবং তাঁদের সঙ্গে সদাচরণ করাকে ঈমানের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এর মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয় এবং আমাদের জীবন আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

প্রতিবেশীসুলভ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে আমরা একে অপরকে প্রকৃত রূপে দেখতে পাই। আমাদের প্রতিবেশীরা দেখেন, আমরা কখন বাড়ি থেকে বের হই এবং কখন ফিরে আসি। তাঁরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পান এবং জীবনের নানা চ্যালেঞ্জ ও পরীক্ষার মুখে আমরা কীভাবে আচরণ করি, তা-ও লক্ষ করেন।

তাই প্রতিবেশীদের সামনে আমাদের যে চরিত্র ও আচরণ প্রকাশ পায়, তার মধ্য দিয়েই ইসলামের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটে। তাঁরা হয়তো ধর্মীয় আলোচনা বা বয়ান থেকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে জানার সুযোগ পান না; কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রকাশিত মূল্যবোধ, শিষ্টাচার ও আচরণের মাধ্যমে তাঁরা ইসলামকে চিনতে পারেন।

জুম্মায় আগত সম্মানিত মুসল্লিগণ,

আমরা কীভাবে একজন উত্তম প্রতিবেশী হয়ে উঠতে পারি? আসুন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার আলোকে তিনটি সহজ উপায় বিবেচনা করি।

প্রথমত: প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরিচিত হই একজন উত্তম প্রতিবেশী হওয়ার প্রথম ধাপ হলো প্রতিবেশীদের উপস্থিতিকে স্বীকার করা এবং তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্যোগ নেওয়া। তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে আসুন, আমরা হাসিমুখে কথা বলি এবং সহজ-সরল ভাষায় সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময় করি।

এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি আমাদের অন্যদের আগে সালাম দেওয়ার উদ্যোগ নিতে এবং পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন ঘটাতে উৎসাহিত করেছেন, যাতে আমাদের হৃদয়ে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত: প্রতিবেশীদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে নিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম আমাদের এ বিষয়েও উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

“তুমি যখন ঝোল রান্না করবে, তখন তাতে একটু বেশি পানি দেবে এবং তা থেকে কিছু অংশ তোমার প্রতিবেশীদেরও দেবে।” (সহিহ মুসলিম)

প্রিয় ভাইয়েরা, লক্ষ করুন—এখানে খাবারের ধরন বা পরিমাণ মুখ্য নয়; বরং প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের আন্তরিকতা, সহমর্মিতা এবং তাঁদের কথা চিন্তা করে কিছু করার মানসিকতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত: প্রতিবেশীরা বিপদে পড়লে তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসি - পরিবারের

সদস্যদের পর প্রতিবেশীরাই সাধারণত সবার আগে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। তাই তাঁদের প্রয়োজনে সবার আগে আমাদেরই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। কেউ যখন দুঃখ-কষ্ট বা বিপদের সম্মুখীন হন, তখন বাইরের কারও সাহায্য পৌঁছাতে সময় লাগতে পারে। কিন্তু প্রতিবেশীরা থাকেন একেবারে কাছেই, যাঁরা প্রয়োজনে দ্রুত এগিয়ে আসতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীটি স্মরণ করুন:

“যে ব্যক্তি পেট ভরে খায়, অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ নয়।” (বর্ণনায়: আল-বায়হাকি)

প্রিয় ভাইয়েরা, আসুন, আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করি—আমাদের প্রতিবেশীরা যখন দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটান, তখন আমরা কি তাঁদের কষ্টের কথা উপেক্ষা করে স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করতে পারি? নাকি ঈমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ ক্ষেত্রে নিজেদের আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে?

সম্মানিত জুমার মুসল্লিগণ,

আমরা কাকে আমাদের ঘরে আমন্ত্রণ জানাব, তা নিজেরা বেছে নিতে পারি। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী কারা হবেন, তা আমরা নিজেরা নির্ধারণ করতে পারি না। এটি মহান আল্লাহরই ফয়সালা। আর প্রতিবেশী হিসেবে যাঁরা আমাদের পাশে বসবাস করেন, ইসলামে তাঁদের প্রাপ্য অধিকারও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

অতএব, আসুন, আমরা যথাসাধ্য আমাদের প্রতিবেশীদের অধিকার আদায় করি এবং তাঁদের সঙ্গে সদাচরণ করি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে সর্বদা সুরক্ষিত রাখেন এবং আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা দান করেন।

আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنْ مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحْنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنِ بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةٍ وَفِي فَلِسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ

عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.